

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

রাসূল (ছাঃ)-কে দেওয়া আপোষ প্রস্তাবসমূহ (الاقتراحات المصالحة যিলহজ্জ ৬ষ্ঠ নববী বর্ষ)

কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কুরায়েশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে আপোষ প্রস্তাবের ফাঁদে আটকানোর চিন্তা করেন। সে মোতাবেক তারা মক্কার অন্যতম নেতা ওৎবা বিন রাবী'আহকে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়ে পাঠান।

জবাবে রাস্লুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ৫৪ আয়াত বিশিষ্ট সূরা হা-মীম সাজদাহ পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। শুনতে শুনতে ওৎবা মন্ত্রমুক্ষের মত হয়ে গেলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, যখন রাসূল (ছাঃ) ১৩তম আয়াত পাঠ করলেন, তখন ওৎবা রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের উপরে হাত চেপে গযব নাযিলের ভয়ে বলে উঠলেন, وَالرَّحِمَ اللهَ وَالرَّحِمَ اللهَ وَالرَّحِمَ (ছাঃ)-এর মুখের উপরে হাত চেপে গযব নাযিলের ভয়ে বলে উঠলেন, الله وَالرَّحِمَ (ছাঃ) সিজদা হিছি কুমি তোমার বংশধরগণের উপরে দয়া কর'। অতঃপর ৩৮তম আয়াতের পর রাসূল (ছাঃ) সিজদা করলেন এবং উঠে বললেন, وَذَاكَ أَنْت وَذَاكَ করিলন। এখন আপনার যা বিবেচনা হয় করুন'। এরপর ওৎবা উঠে গেলেন।

কুরায়েশ নেতারা সাগ্রহে ওৎবার কাছে জমা হ'লে তিনি বললেন, নেতারা শুনুন! আমি মুহাম্মাদের মুখ থেকে এমন বাণী শুনে এসেছি, যেরূপ বাণী আমি কখনো শুনিনি। যা কোন কবিতা নয় বা জাদুমন্ত্র নয়। সে এক অলৌকিক বাণী। আপনারা আমার কথা শুনুন! মুহাম্মাদকে বাধা দিবেন না। তাকে তার পথে ছেড়ে দিন'। লোকেরা হতবাক



হয়ে বলে উঠলো سَحَرَكَ وَاللهِ يَا أَبًا الْوَلِيدِ بِلِسَانِهِ 'আল্লাহর কসম হে আবুল অলীদ! মুহাম্মাদ তার কথা দিয়ে আপনাকে জাদু করে ফেলেছে'।[2]

(২) একদিন যখন রাসূল (ছাঃ) কা'বাগৃহ ত্বাওয়াফ করছিলেন, তখন আসওয়াদ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব, অলীদ বিন মুগীরাহ, উমাইয়া বিন খালাফ, 'আছ বিন ওয়ায়েল প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এসে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রস্তাব দেন, يَا مُحَمَّدُ، هَلُمَّ فَلْتَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ، وَتَعْبُدُ، فَنَشْتَرِكُ نَحْنُ وَأَنْتَ فِي الْأُمْر, 'হে মুহাম্মাদ! এসো আমরা ইবাদত করি, যার তুমি ইবাদত কর এবং তুমি ইবাদত কর, যার আমরা ইবাদত করি। তাতে আমরা ও তুমি আমাদের উপাসনার কাজে পরস্পরে অংশীদার হব'। তখন আল্লাহ সূরা কাফেরন নাযিল করেন।[3] যাতে কাফেরদের সঙ্গে পুরাপুরি বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করা হয়।

ফুটনোট

- [1]. ইবনু হিশাম ১/২৯৩-৯৪, সনদ 'মুরসাল' হাদীছ 'হাসান' (ঐ, তাহকীক ক্রমিক ২৮৩); ইবনু জারীর, তাফসীর সূরা কাফেরূন, ৩০/২১৪; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪-৫ আয়াত।
- [2]. ইবনু হিশাম ১/২৯৪; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৫ আয়াত; ফিরুহুস সীরাহ পৃঃ ১০৭; সনদ হাসান।
- [3]. ইবনু হিশাম ১/৩৬২ 'সূরা কাফেরান নাযিলের কারণ'; আলবানী, ছহীহুস সীরাহ ২০১-২০২ পৃঃ।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5267

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন